জাতি (Nation)

জাতীয় জনসমাজের গভীরতম রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ জাতিগঠনে সহায়তা করে । রাজনৈতিক চেতনার গভীরতা জাতিকে জাতীয় জনসমাজ হতে পৃথক করে । জাতি ও জাতীয় সমাজের সূক্ষ্ম পার্থক্য বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিরা স্বীকার করেন এবং রাজনৈতিক সচেতনার দিকটিকে অধিক গুরুত্ব দেন । রাইসের মতে, রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত কোন জনসমাজ যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন হয় অথবা স্বাধীনতা লাভের জন্য সচেষ্ট হয়, তখন তা জাতি বলে গণ্য হতে পারে । হ্যয়েসের মতে, কোন জাতীয় সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সার্বভৌম স্বাধীনতা লাভ করলে জাতিতে পরিণত হয় । Ramsay muir বলেছেন, কোন জনসমাজ কতকগুলি সাধারণ বন্ধনসূত্রের দ্বারা নিজেদের ঐক্য অনুভব করে, ঐক্যের অভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং স্বতন্ত্র কোন জনসমাজের নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে পারে না, তখন তারা জাতি হিসাবে অভিহিত হয় । এ সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনৈতিক চেতনার গভীরতা ও ঐক্যবোধ বা রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাই জাতি ও জাতীয় জনসমাজের মূল পার্থক্য । বস্তুবাদী দৃষ্টিতে বিচার করে জোসেফ স্ট্যালিন বলেছেন, জাতি হল ঐতিহাসিকভাবে বিবর্তিত একটি স্থায়ী জনসমাজ যা এক ভাষা, এক বাসভূমি, সম-অর্থনৈতিক জীবন, মানসিক গঠনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এবং এক সাধারণ সংস্কৃতির মধ্যে যার প্রকাশ ঘটেছে ।

রাষ্ট্র ও জাতির পার্থক্য

জাতীয় জনসমাজ স্বাধীন রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে জাতিতে পরিণত হয় । অধ্যাপক গিলক্রীষ্ট এবং হ্যয়েস জাতিত্ব অর্জনের সঙ্গে রাষ্ট্র গঠনের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন । কিন্তু জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করা সম্ভব । গিলক্রীষ্ট মতে জাতি হল রাষ্ট্র ছাড়া আরো কিছু জিনিস , রাষ্ট্রকে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা অর্থাৎ রাষ্ট্রের অধীনে ঐক্যবদ্ধ জনসমাজ । হ্যয়েস ও বলেছেন একটি জনসমাজ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং স্বাধীন সার্বভৌমত্ব লাভ করে জাতিতে পরিণত হয় । এই ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন জনসমাজই আবার রাষ্ট্র বলে পরিচিত হয় । রাষ্ট্র মূলত একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান , জাতি ও জনসমাজ প্রধানতঃ সাংস্কৃতিক জিনিস যেখানে রাজনৈতিক তাৎপর্য পরোক্ষভাবে এসেছে । অধ্যাপক

হ্যয়েস এইভাবে জাতি ও রাষ্ট্রের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন । সমাজের চিন্তা ভাবনা আবেগ অনুভূতি ও জীবনযাত্রার বিশেষ পদ্ধতির উপর জাতি ভিত্তিশীল । কিন্তু রাষ্ট্র হল সভ্য জীবনযাপনের স্বীকৃত বাহ্যিক পদ্ধতি । স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য । জাতির ক্ষেত্রে এটা অপরিহার্য নয় যে জনসমাজকে স্বাধীন হতে হবে , স্বাধীনতার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও ভবিষ্যতে স্বাধীন শাসনব্যবস্থা গঠনের প্রচেষ্ঠা ও জাতিত্ত্ব অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট ।

জাতীয়তাবাদ (Nationalism)

কোন জনসমাজ যখন ভূখন্ড, ধর্ম, বংশ, ভাষা প্রভৃতির ভিত্তিতে একাত্মতা অনুভব করে, এক চিন্তা- আদর্শ ধ্যান ধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুখ দুঃখের সমান সাথীদের দাবি করে এবং গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসাবে পরস্পরের নিবিড় ঐক্যানুভূতির ভিত্তিতে নতুন পথে , আপন শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠা কামনা করে তখন সেই জনসমাজের মধ্যে জাতীয়তা বোধের উন্মেষ ঘটে । এই অনুভূতি এবং দেশের প্রতি গভীর ভালবাসাই বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আদর্শ জাতীয়তাবাদের ভিত্তি । সুতরাং, জাতীয়তাবাদ আধুনিক পৃথিবীতে একটি সক্রিয় শক্তি বা অনুভূতি যা নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বসবাসকারী জনসমাজকে অভ্যন্তীরণ ক্ষেত্রে স্বৈরাচার প্রতিরোধ এবং বাহ্যিক ক্ষেত্রে অন্যের আক্রমণ হতে আপন স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ করে । জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম মানুষকে দৃঢ় ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করে ক্ষুদ্র সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষ সমষ্টিগত কল্যাণের প্রেরণায় এক নতুন রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয় । জাতীয়তাবাদের আর্দশ মানুষকে যুগে যুগে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছে । সমষ্টির প্রয়োজনে ব্যবহৃত জাতীয় সম্পদ মানুষকে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ নির্দেশ করেছে । এটা জাতিকে আত্মপ্রত্যয়ের শিক্ষা দিয়েছে এবং ক্ষুদ্রতা , তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে উঠে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রেরণা দিয়েছে । পবিত্র দেশপ্রেমের সমার্থক হয়ে জাতীয়তাবোধের শুভচিহ্নকে উপেক্ষা করা যায় না ।

জাতীয়তাবাদের মহান আদর্শ বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক বিকাশের মাধ্যমে বিশ্বসভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে । জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ইটালীয় দার্শনিক জাতীয়তাবাদকে মানবতার সহায়ক শক্তে বলে স্বীকার করেন। ম্যাৎসিনি প্রত্যেক

জাতির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন । এ সম্ভাবনাপূর্ণ বিকাশের ফলেই বিশ্বসভ্যতা সমৃদ্ধ হবে, বিভিন্ন জাতির সভ্যতা ও কৃষ্টির বৈচিত্র ও সাঙ্গীকরণই বিশ্বসভ্যতার সমৃদ্ধির পরিচায়ক । বৈচিত্র্যের অভাব ঘটলে মানবসভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হবে না ।

জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য-

১) সাম্রাজ্যবাদ সাধারণ শত্রু - তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদ ঔপনিবেশিক শক্তিকে সাধারণ শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল করতে সক্ষম হয়েছে । এশিয়া ও আফ্রিকার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও জাতিগঠনের মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে । ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, কেনিয়া , নাইজিরিয়া প্রভৃতি এশিয়ি ও আফ্রিকার দেশগুলুতে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী শক্তি হিসাবে জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে।

২) ইতিবাচক উপাদানের অভাব - তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদ প্রাথমিক পর্যায় থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে । আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বা স্বাধীনতা অর্ঝনের পরে জাতীয় ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা কর্মসূচীর অভাব পরিলক্ষিত হয়। শ্রমিক কৃষকের স্বার্থ রক্ষা , সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংরক্ষণ সামাজিক সংস্কার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্থ সমস্যা সমাধানে জাতীয় নেতৃবৃন্দ উদ্যোগী হয়েও বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেননি। ঔপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয়তাবাদ তাই নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে ।

৩) ঐক্যের বন্ধন রচনা - জাতীয়তাবাদ পরাধীন দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যবন্ধন রচনা করে । বিছিন্ন জাতীয় সমাজগুলির মধ্যে সংহতির সৃষ্টি হয় । বাহ্যিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামের মানসিকতা জাতীয় জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, অতীতের গৌরবময় স্মৃতি এবং সেই স্মৃতির অনুরূপ ভবিষ্যতের আদর্শ একত্রে দুঃখ পাওয়া , আশা করা , আনন্দ করা ঔগুলিই আসল জিনিষ, জাতি ও ভাষার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এর মূল্য অনেক বেশী । মানসিক ঐক্যানুভূতি রচনায় সহায়তা করে ।

৪) স্বাধীনতার প্রেরণা - জাতীয় জনসমাজের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা জাতীয়তাবাদের মধ্যে মূর্ত হয় । পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের আদর্শ মূল প্রেরণা জোগায় । জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে বলিষ্ঠভাবে পরিচালনায় ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বে জাতীয়তাবাদ আর্শীবাদ স্বরূপ । জাতীয়তাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত জনগণ ফাঁসীর মঞ্চে জয়গান গেয়ে মরণপণ সংগ্রামে সামিল হন । তৃতীয় বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ভারতের স্বাধীনতা জাতীয়তাবাদের বলিষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ । সংগ্রাম, ভিয়েতনাম কাম্পুচিয়ার মুক্তি যুদ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম - ঔপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয়তাবাদের বলিষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ ।